স্মার্ট চাঁদপুর বিনির্মানে বদলাও ইয়ুথ ফাউন্ডেশন, চাঁদপুর জেলার যুব ও সামাজিক সংগঠন এবং চাঁদপুরবাসীর পক্ষ থেকে আমরা জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৪-এ অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের কাছে সমসাময়িক সমস্যার সমাধান ও সংসদীয় আসনের নাগরিকদের জনদাবী বাস্তবায়নের অঙ্গিকার চাই।

সম্মানীত সংসদ সদস্য প্রার্থী,

যথাযথ সম্মানপূর্বক বিনীতভাবে অত্র নির্বাচনী এলাকার জনগন হিসেবে আপনার কাছে আমাদের কতিপয় দাবী তুলে ধরছি। জনগণের রায়ে নির্বাচিত হয়ে আপনি এই দাবিগুলো পূরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, আপনার কাছে আমরা সেই সুস্পষ্ট অঙ্গিকার চাই।

আপনি জানেন, রাষ্টের সকল নাগরিকের অধিকার সমান। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫.ক অনুচ্ছেদে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, সুশিক্ষা,নিরাপত্তা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, তার সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে চাঁদপুরও। পর্যটন ও ব্যবসায়িক ভারসাম্য এবং আধুনিকায়নের দিক বিবেচনায় চাঁদপুর অনেক আগেই ব্র্যান্ডিং জেলা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। দেশের ১৮.৭ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে। বিশেষ করে দুর্গম এলাকা, নদীভাংতি জনগোষ্ঠী, বন্যা ও দুর্যোগ কবলিত এলাকার মানুষের মধ্যে বৈষম্য বিরাজমান। সুযোগ বঞ্চনার শিকার হয়ে বাড়ছে বেকারত্ব। এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, উন্নত দেশ গড়ার সাথে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা সরকারের প্রতিনিধির দায়িত্ব হিসেবে বর্তায়।

আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি শোষণমুক্ত ও বৈষম্যহীন, উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি। জনগণের রায়ে নির্বাচিত হয়ে আগামীর সংসদ সদস্য সুবিধা বঞ্চিত ও পিছিয়ে পরা জনগণের দাবীসমূহ বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

স্ক্যান করে
বিস্তারিত পড়ুন

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৪-এ সংসদ সদস্য প্রার্থীদের কাছে জনদাবী

১। চাঁদপুর প্রাচীনকাল থেকে একটি ব্যবসা বান্ধব এলাকা হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে এই জেলার ব্যবসাসমূহ প্রযুক্তি নির্ভর নয়। চাঁদপুরের আয়ের বেশীরভাগ অংশ এখনোও এর কৃষি, নদী ও প্রবাসীদের থেকে আসছে। কৃষি, নদী ও প্রবাসীদের পাশাপাশি ইন্ডাস্ট্রি থেকে আয়কে আরো বৃদ্ধি করতে হবে। চাঁদপুরে প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি করার দিকে নজর দিতে হবে। যেহেতু চাঁদপুর থেকে সমুদ্র বন্দর - ঢাকা ও নারায়ানগঞ্জের তুলনায় কম দুরুত্বে, তাই প্রযুক্তি নির্ভর ফ্যাক্টরিগুলোকে চাঁদপুরে স্থাপন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোকে চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২। চাঁদপুর থেকে অন্যান্য জেলার নদী ও স্থল পথ সুগম এবং বৃদ্ধি করতে হবে যাতে চাঁদপুরকে যানজট মুক্ত করা যেতে পারে। প্রয়োজনে ইচুলিতে ডাকাতিয়া নদীর উপর ব্রীজ স্থাপন করতে হবে এবং চাঁদপুর শরিয়তপুর যোগাযোগ স্থাপনের জন্য রেল-লাইন এবং ব্রীজ স্থাপন করতে হবে। যেহেতু এই প্রোজেক্টগুলো গত টার্মে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা-এর সরকার বিবেচনায় এনেছিলেন, তাই উক্ত প্রোজেক্টসমূহকে গতিশীল করতে হবে ও দুর্নীতিমুক্ত রাখতে হবে – এ প্রত্যাশা সাধারণ নাগরিকদের। চাঁদপুর-এর রিভার ড্রাইভ রোড (বড়স্টেশন থেকে মতলব দক্ষিণ পর্যন্ত নদীর পাশ দিয়ে রোড)-এর প্রকল্পকে দ্রুত শুরু করে দুর্নীতিমুক্তভাবে শেষ করতে হবে।

৩। চাঁদপুর পৌর অডিটোরিয়ামের উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করে অনতিবিলম্বে সাংস্কৃতিক, স্বেচ্ছাসবী সংগঠন ও জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া। বিভিন্ন স্কুল কলেজেও কনফারেন্স কক্ষ/হলরুম সাংস্কৃতিক, সামাজিক, স্বেচ্ছাসবী সংগঠনের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক ও প্রশিক্ষণমুলক আয়োজন করা যায়।

৪। স্বাস্থ্যসেবা একটি মৌলিক অধিকার। চাঁদপুর সদর হাসপাতাল সহ সকল কমিউনিটি ক্লিনিকে সবার জন্য উন্নত সেবাসমূহ দালাল মুক্ত পরিবেশে বিনামূল্যে নিশ্চিত করা। চাঁদপুর সদর হাসপাতালের আরো শয্যা বৃদ্ধি করে দেশের উন্নত ডাক্তারদেরকে এখানে স্থায়ী বসবাসের সুব্যবস্থা করা যাতে পুরো চাঁদপুর জেলা ও তার আশে পাশের জেলার মানুষ এখানেই ঢাকার মত উন্নত চিকিৎসা নিতে পারে।

৫। চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজের স্থায়ী ক্যাম্পাসের কাজ যত দ্রুত সম্ভব পরিপূর্ণ করতে হবে এবং প্রক্রিয়া দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে। এই প্রোজেক্টসমূহ চাঁদপুর এর উন্নয়নকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

৬। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সুস্থ রাজনৈতিক চর্চায় ছাত্র সংসদকে চালু করতে হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে এই ছাত্র সংসদসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো এবং ভবিষ্যতের নেতা বিনির্মানেও এই সংসদসমূহ ভূমিকা যেন রাখতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একেকটি গবেষনার কেন্দ্র হিসেবে পরিনত করতে হবে। কারণ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের এই সময়ে বিপুল জনসংখ্যা নিয়ে উন্নয়নের জন্য আমাদের হাতে দুইটি পথ খোলা আছে। একটি হলো এই কর্মক্ষম বিশাল জনসংখ্যাকে শুধুমাত্র ওয়ার্কার বেইসড (কারিগরি শিক্ষা)-এর মাধ্যমে এসেম্বলিং বা ফ্যাক্টরি ওয়ার্কারে পরিণত করতে পারি যাতে দেশের জনসংখ্যা প্রোডাক্টিভ থাকে তথা দেশের ইকোনমি প্রোডাক্টিভ থাকে। আরেকটি হলো, এই কর্মক্ষম জনসংখ্যার আরেকটি অংশকে গবেষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যাতে তারা নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে পারে যা দিয়েও বাংলাদেশ ভবিষ্যত বাংলাদেশ তথা পৃথিবীতে বার্গেনিং পাওয়ার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এই বিষয়ে ইন্ডিয়াকে মডেল হিসেবে অনেকক্ষেত্রে বিবেচনা করা যায়। যেমন: ইন্ডিয়াতে দেশী বিদেশী কোম্পানিগুলো বিশাল বিশাল ফ্যাক্টরি স্থাপন করছে কারণ সেখানে তুলনামূলক ফ্যাক্টরি বেইসড কার্যক্রমের জন্য দক্ষ জনবল রয়েছে। ঠিক তেমনই তাদের গবেষনা প্রতিষ্ঠান গুলোর কারনে তারা আজ চাঁদ ও মঙ্গলগ্রহের দ্বার প্রান্তে চলে গেছে। বাংলাদেশ নিজেও এর একটি উদাহরণ কিছু দিন আগে লক্ষ্যে করেছে। জানুয়ারি ২০২৩-এ যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষ প্রবাসীদের পাঠানো র‍্যামিটেন্সের পরিমান সৌদি আরবের তুলনামূলক কম দক্ষ

প্রবাসীদের পাঠানো র‍্যামিটেন্সের তুলনায় বেড়েছে। তাই দেশের নাগরিক চায় সরকার এই বিষয়গুলো নজরে এনে কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণা নির্ভর কাজ করবে।

৮। দেশের ভালো ভালো শিক্ষার্থীরা গ্র্যাজুয়েশনের পর দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এই বিষয়কে ব্রেইন ড্রেইন হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়, যা বাংলাদেশের জন্য একটি চিন্তার বিষয়। তাই ব্রেইন ডেইনকে নিয়ন্ত্রনে আনার প্রচেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনে রিভার্স সাইকোলজি ব্যবহার করে ব্রেইন ড্রেইন হওয়া শিক্ষিত ও সম্ভাবনাময়ী জনগোষ্ঠীকে দেশ থেকে সহযোগিতা করতে হবে যাতে তারা বিশ্বের বড় বড় কোম্পানির উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তায় পরিনত হয় ও বাংলাদেশ থেকে ঐ সকল কোম্পানিগুলোতে আমাদের চাকুরি প্রত্যাশীরা চাকুরি করতে পারে। এর ফলে একদিকে যেমন র‍্যামিট্যান্স বাড়বে তেমনি বড় বড় কোম্পানি/প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশের সাথে ইকোনমিক এক্টিভিটি বৃদ্ধি করবে যাতে আমাদের দেশের ইকোনমি উন্নত হবে, সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৯। যেহেতু ভবিষ্যতে বাংলাদেশের চলমান সকল উন্নয়নের জন্য নেয়া বিদেশী ঋণ ডলারে শোধ করতে হবে তাই এটা নিশ্চিত যে, আমাদের রিজার্ভের উপর অনেক চাপ পড়বে। এই চাপ থেকে উত্তরনের উপায় হলো সরকারের সুদক্ষ পরিকল্পনার মাধ্যমে গড়া রপ্তানি নির্ভর অর্থনীতির রুপরেখা। চাঁদপুর একটি সম্ভাবনাময়ী অঞ্চল। তাই চাঁদপুর এর স্থাপিত ফ্যাক্টরি ও এর কৃষিজ সম্পদকে রপ্তানি বেইসড করার জন্য সুব্যাবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি চাঁদপুর এর পাটকলগুলোকে আধুনিকায়ন করে এর প্রাণ ফিরিয়ে দিতে হবে।

১০। এছাড়াও রিজার্ভের উপর চাপ পড়ার বিষয়টি নজরে এনে গিগ ব্যাসড ইকোনমিকে প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে। চাঁদপুরে গিগ ইকোনমির একটি অংশ ফ্রিল্যান্সিং সেক্টর অনেক উন্নত হচ্ছে। তাই এই সেক্টরকে চাঁদপুরে পরিচর্যা করতে হবে। পাশাপাশি গিগ ইকোনমির ক্ষতিকর বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে যাতে গিগ ইকোনমি যেন আমাদের সাস্টেইন্ড চাকুরি বাজার ও চাকুরির ব্যবস্থাকে ক্ষতি করতে না পারে।

১১। পাওয়ার সেক্টরে বাংলাদেশ অনেক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে, যা ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে রিজার্ভের বিরুদ্ধে দার করিয়ে দিবে। পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র যেমন অনেক সাশ্রয়ী ও প্রয়োজনীয়, ঠিক তেমনই গ্লোবাল পলিটিক্স বিবেচনায় অনেক সমস্যাকর। তাই পাওয়ার জেনারেশন (বিশেষ করে বিদ্যুৎ)-এর ক্ষেত্রে আমরা ব্লু ইকোনমির কনসেপ্ট ব্যবহার করে উইন্ড টারবাইন, ওয়েভ পাওয়ার, সোলার পাওয়ারকে কাজে লাগিয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে পারি। এক্ষেত্রে চাঁদপুরের চরাঞ্চলগুলোকে স্থায়ী বাধ (ঢাকার মত স্থায়ী বাধ)-এর আওতায় এনে কাজে লাগানো যেতে পারে। এ বিষয়ে রিপোর্ট তৈরি করে এর সম্ভাবনাসমূহ জনগণকে জানাতে হবে। যদি সম্ভাবনা না থাকে তাও রিপোর্ট আকারে জনগণকে জানাতে হবে।

১২। চাঁদপুরসহ দেশের প্রায় সকল নৌ ও স্থল বন্দরগুলোকে চাঁদাবাজ মুক্ত রাখতে হবে। রপ্তানি নির্ভর বাংলাদেশ-এর রুপরেখাকে বাস্তবায়ন করতে কাস্টমসকে ঝামেলাবিহীন করতে হবে। সরকারর সকল সেক্টরে দুর্নীতিবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ ও প্রয়োগ করতে হবে। চাঁদপুরের যুব সমাজকে রক্ষার জন্য মাদকের বিরুদ্ধে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৩। চাঁদপুরে - মাটি, পানি ও বাতাস সুরক্ষা তথা পরিবেশসম্মত ও দূষণমুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং নদী-খাল-বিল-ডোবা-লেক-ড্রেইন ইত্যাদি দখলমুক্ত করে নাব্যতা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা এবং দৃষ্টি নন্দন করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। চাঁদপুরে ফসলি জমির পাশে গড়ে তোলা ইটভাটাগুলোকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

১৪। যেহেতু আজকের যুবরাই ভবিষ্যতের কর্ণধার, তাই সকল পর্যায়ে সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে যুব প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। যুব প্রতিনিধি বাছাইয়ে খেয়াল রাখতে হবে প্রতিনিধি হিসেবে যুবরা দুই ধরনের হয়। এক - রাজনৈতিক যুব নেতা ও দুই - অরাজনৈতিক যুব (যুব সংগঠক/চিন্তাশীল অথবা গবেষক যুব)। উভয় ধরনের যুবদের নিয়েই পরিকল্পনা করতে হবে।

১৫। দেশের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক সেক্টর ও তার সাথে সম্পর্কিত আইন, পলিসি কতটা সাস্টেইনেবল তা নির্ভর করে ওই দেশের স্টার্টাপ এর উত্থান ও পতনের উপর। দেশে প্রতি বছর ২০০+ স্টার্টাপের উত্থান হচ্ছে (সূত্রঃ লাইটক্যাসেল পার্টনারস)। স্টার্টাপ থেকে ইউনিকর্ন স্টেজে খুব কম কোম্পানি উঠে আসছে। এ বিষয়ে স্টার্টাপ বান্ধব পলিসি তৈরি করতে হবে। কারণ স্টার্টাপ ইউনিকর্ণ স্টেজে না আসলে দেশীয় সফল ব্র্যান্ড এর সংখ্যা বৃদ্ধি হবে না। দেশীয় ব্র্যান্ড হচ্ছে দেশের পরিচয়। তাই এই বিষয়ে কাজ করতে হবে। দেশে কত স্টার্টাপের উত্থান হচ্ছে, কত ইউনিকর্ণ তৈরি হচ্ছে, স্টার্টাপগুলো কেনো অসফল হচ্ছে এ বিষয়ে প্রতি বছর সরকারীভাবে রিপোর্ট পাবলিশ করতে হবে এবং চাঁদপুরে স্টার্টাপ ও উদ্যোক্তাদের জন্য আইটি পার্ক স্থাপন করতে হবে।

১৬। ভবিষ্যতের বিশ্ব প্রযুক্তি নির্ভরের পাশাপাশি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দ্বারা অনেক প্রভাবিত থাকবে। বর্তমানের অনেক ধরনের সাইবার অপরাধ (বিশেষ করে নারীদের হ্যারেসমেন্ট) বর্তমান বাংলাদেশ আইসিটি অ্যাক্ট দ্বারা প্রতিরোধ করা গেলেও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের এই যুগে সাইবার ক্রাইম নিরাময়ের পদ্ধতি সমূহ আইসিটি অ্যাক্ট দ্বারা কতটুকু নিরাপদ তা নিয়ে দেশের নাগরিক চিন্তিত। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কথা বিবেচনা করে দেশের সিকিউরিটি ও আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার শক্তিশালি করতে হবে। বিশেষ করে আমাদের দেশের নারীরা নিজেদেরকে কিভাবে হ্যারেসমেন্ট থেকে রক্ষা করবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রক্রিয়া প্রকাশ করতে হবে। প্রয়োজনে আইসিটি অ্যাক্ট আইনটি আপডেট করতে হবে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ক্ষতিকারক প্রভাবসমূহ নিয়ে নাগরিকদেরকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে।

১৭। সমুদ্র বিজয়ের পর আমাদের কাজ আরো বেড়েছে। দেশের অর্থনীতিতে এই সমুদ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে ও ভবিষ্যতে আরো রাখবে। তাই ব্লু ইকোনমির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের ইকোনমিকে সাজাতে হবে। বাংলাদেশের টুরিজম সেক্টরকেও ব্লু ইকোনমি অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে।

১৮। উপরিউক্ত পয়েন্টগুলো বাস্তবায়নে প্রয়োজন বিভিন্ন রকম সংকলিত তথ্য, স্টেটিস্টিক্স ও এনালিটিক্স। বাংলাদেশ ও চাঁদপুরের সকল রকম তথ্য স্ট্যাটিস্টিক্স আকারে প্রকাশ করার ব্যবস্থা চালু করতে হবে। যাতে দেশের নাগরিক আরো সচেতন হতে পারে ও ভবিষ্যতের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে নিজেদের মধ্যকার বিভেদকে প্রাধান্য না দিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে পারে।

১৯। বাংলাদেশের পর্যটন খাত নিয়ে গত ৫ বছরে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ দেশ দেখেছে। এ উন্নয়ন অব্যাহত রাখার পাশাপাশি পর্যটন এরিয়াগুলোকে নিজেস্ব স্বকিয়তায় সাজিয়ে দৃষ্টি নন্দন করতে হবে। পর্যটন খাতে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। চাঁদপুরের চরাঞ্চলগুলোকে বাধাই করে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। টুরিস্টদের জন্য সুন্দর অনলাইন গাইড তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে (www.beautifulbangladesh.gov.bd) এই ওয়েবাসাইটকে আরো সমৃদ্ধিশীল করা যেতে পারে।

২০। আমাদের পররাষ্ট্রনীতির মূল মন্ত্র হচ্ছে- সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়। এই মূলমন্ত্রে ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশ পুরো বিশ্বের সাথে অনেক ভালো অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। এর জন্য সে সময়কার দেশের সরকার, সে সময়কার দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও তার মন্ত্রনালয় এবং দক্ষ কুটনৈতিকদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা। কিন্তু বর্তমান সময়ে এই সম্পর্কের মধ্যে বেশ কিছু সমস্যা দেশের জনগণ লক্ষ্য করছে। তাই জনগন চায় দক্ষ কূটনীতিক ব্যাক্তিবর্গদের মাধ্যমে এই সম্পর্ক আগের মত উন্নত করে তুলতে হবে।